

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বাষিক ৩।০, ডাক মাশুল ১।০, বাঁধাসিক ৩৫০, ডাক মাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ২।০, ডাক মাশুল ৫০। অনগ্রিম বাষিক ৮।০, ডাক মাশুল ১।০।
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ১।০, চতুর্থ ততোধিকবার ০।৫ আনা।

৬ ভাগ

কলিকাতাঃ—১০ই মাঘ, দুহম্পতিবার, সন ১২৮০ মাল। ইং ২২এ জানুয়ারি ১৮৭৪ খৃঃ অদ।

৫০ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—000—

কলিকাতা

বহুবাজার স্ট্রিট নং ১২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্বদা মনঃ ক্রোশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশাস হইয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্বদা স্ফূর্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে স্ফূর্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহার এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহার এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আশাশঙ্কর দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহার নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহার কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য-রস্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্রবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম প্রকৃতাৱস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ১০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাঁহার অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ১০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যান্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউঠা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার আউন্স শিশির মূল্য ১০ আনা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ১০ আনা।
হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যান্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েন্টল এপথিক্যা-রিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কলেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালানবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী, ইউনিভারস্যাল মেডিক্যাল হলে তত করিলে পাওয়া যাইবে।

রাজা স্মার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের
শব্দ কম্পান্ডম।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাক্সালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ১০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ১০ আনা। কলিকাতা কলেজ স্ট্রিট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুক্ত কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কোর নিকট, কিম্বা যশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দেব নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দ্বিতীয়-চরিতাঙ্কক মূল্য ৫০ আনা। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ মঞ্জুত আছে। ইহাতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাম হুলাল সরকার, গোবিন্দ চক্রবর্তী (মুকুট রায়) দ্বারকানাথ চাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তকালঙ্কার এবং শঙ্কুনাথ পণ্ডিত এই আট জনের জীবন চরিত আছে।

B. M. SIRCAR'S ABROMA
AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর স্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।০ টাকা মায় ডাকমাশুল ১।০
ব, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

উত্তম বেঙ্গল র ম ১। উজন ২। ১ বোতল ৫। ১ পাইট ১। ০। ডিমটেনার শ্রীযুক্ত দীপক চন্দ্র মাহা কোং সোল এজেন্ট শ্রীযুক্ত মাহা কোং ২৫ নং ডেলহৌস ষকএর কলিকাতা।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হৃগলী ও বর্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রাপ্তিত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, পীড়া যকুৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ টাকা মায় ডাক মাশুল।
টারোরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আ-রোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১।০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাট্টার নিকট পাওয়া যাইবে। ২৩

বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা ২২২ পৃষ্ঠা ৬৩ খানি চিত্র সংলিখিত মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ১০ আনা। বাক্সালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে।

বিজ্ঞানসার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

This work is eminently fitted as a text book for schools * * It can be safely used for the purpose of scientific instruction. The production does credit to his (author's) abilities and scholarship.—Indian Mirror Aug. 23. 1872.

The author Baboo Beereshur Panda deserves great credit for the attempt he has made. * * * The book will form a good text for schools.—Hindoo Patriot Aug. 26. 1872.

গ্রন্থ খানি যে কেবল সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এমন নহে, ইহাতে অতি সরল প্রাণালীও অবলম্বিত হইয়াছে। অল্পমাত্র সাহায্য লাভ হইলে বালক বালিকারা এখানি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।—সোমপ্রকাশ, ২১শে ফাল্গুন।

বাক্সালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের এপুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার হইবে।—অমৃত বাজার পত্রিকা।

নীলাবতী প্রথম ভাগ। সংস্কৃত অনুবাদিত মূল্য ১০ আনা।

বাক্সালা শিক্ষা প্রথম ভাগ বর্ণপাঠ, মূল্য ১।০। ইহাতে সুপ্রাণালীতে বালক শিক্ষা হইতে পারিবে।

উক্ত পুস্তক জয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, কেনিং লাইব্রারি এবং কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়ক বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে।

আমরা বিপদের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের চেষ্ঠা।

গত ডিসেম্বর মাসে লর্ড নর্থব্রুক আশ্রয় হইতে কখন কলিকাতায় আসেন, তখন ভাগলপুরের কমিশনার তাঁহাকে জ্ঞাত করান যে ভাগলপুরে এক্ষণ অনেক গুলি মধ্যবর্তী লোক আছে যে তাঁহাদের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত কিশম্য হুয়ুল্য হইলে বিশেষ কষ্ট হইবে। ইহার মুটিয়া মুজুরের ন্যায় খাটিতে পারিবে না। বরং ইহার অনাহারে মরিয়া যাইবে তবু কুলিদিগের সঙ্গে কাজ করতে স্বীকার করিবে না, সুতরাং গবর্ণমেন্ট রাস্তা, রেলওয়ে প্রভৃতি যে সকল দুর্ভিক্ষ নিবারক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দ্বারা তাহারা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। লর্ড নর্থব্রুক ইহার উত্তরে ইহাই বলেন যে, এই সকল দরিদ্র মধ্যবর্তী প্রজা যে সকল জমিদারের জমিদারীতে বাস করে, সেই সকল জমিদারিদিগের কর্তব্য যে তাঁহারা তাহাদিগকে সাহায্য করেন। যে সকল জমিদারদের তত অর্থ সংগতি নাই তাঁহারা গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে টাকা কজ্জ করিয়া লইতে পারেন এবং উহা প্রজাদিগকে ধার দিয়া যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। তিনি আরো বলেন যে গবর্ণমেন্ট সাফাভাবে প্রজাদিগকে তকাবি দিতে পারেন, কিন্তু জমিদারেরা গবর্ণমেন্টের নিকট এই তকাবির নিমিত্ত দায়ী থাকিবেন এবং জমিদার উহা প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। জমিদারদিগকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যদি বিশেষ কোন আইনের প্রয়োজন হয় লর্ড নর্থব্রুক তাহাও করিতে স্বীকৃত হন। সংপ্রতি গবর্ণর জেনারেলের আদেশানুসারে এই রূপ একটি সারকুলার চিঠি সমস্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট কলেক্টর দিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যার্থে জমিদারদিগকে তকাবি গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই নিমিত্ত যদি বিশেষ কোন আইনের আশঙ্ক্য হয় তাহা গবর্ণমেন্ট করিতে প্রস্তুত আছেন। আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট এই রূপ মনোবোগী হইয়াছেন ইহাতে আমাদের বিশেষ আশার সঞ্চার হইল। প্রজা রক্ষা করা যে জমিদারের প্রধান কার্য তাহাতে ভুল নাই আর গবর্ণমেন্ট এই নিমিত্ত যদি বিশেষ কোন আইনের সৃষ্টি করেন তাহাতে কাহার অসন্তুষ্টি হইবার কারণ নাই। আমাদের জমিদারদিগের মধ্যে অনেক সদাশয় ব্যক্তি আছেন বটে, কিন্তু অনেকে আবার এক্ষণ আছেন যে তাঁহারা প্রজা উচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও তাহাদিগের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করেন না। এই সকল জমিদারদিগকে চৈতন্য করিবার নিমিত্ত একটি বিশেষ আইন প্রয়োজন। কিন্তু আমরা একটি বিষয় আশঙ্ক্য করিতেছি। জমিদারদিগের একটি হস্ত অখ্যাতি আছে যে তাঁহারা নামা হলে বলে প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করেন এবং অনেক স্থলে এ অখ্যাতি অমূলক নহে। যদি জমিদারদিগের এক্ষণ একটি ক্ষমতা দেওয়া হয় যে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তাহারা যে তকাবি গ্রহণ করিবেন তাহা তাহারা যে সকল প্রজার উপকারার্থে ব্যয় করিবেন তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় ক-

রিয়া লইতে পারিবেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রজা পীড়নের নিমিত্ত জমিদারদিগকে আর একটি পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে। এই সুযোগে হয় ত অনেক জমিদার প্রজাদিগকে আফে পিফে বন্ধন করিয়া চিরকাল তাহাদিগকে নিজ করায়ত্তে রাখিবেন। জমিদারেরা যদি প্রজার ভূস্বামী ও মহাজন এই উভয়ই হন তাহা হইলে প্রজার প্রতি সমর্থক নিস্পীড়ন হইবার সম্ভাবনা। এবং গবর্ণমেন্ট যদি প্রজাদিগকে তকাবির টাকা জমিদারদিগের দ্বারা অর্পণ করেন তাহা হইলে প্রজার সহিত জমিদারের এই আর একটি নূতন সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য গবর্ণমেন্ট সাফাভাবে সকল প্রজাকে তকাবি প্রদান করিতে পারেন না। জমিদার, গবর্ণমেন্ট ও প্রজার মধ্য স্থলে সুতরাং জমিদারের দ্বারা প্রজাদিগকে তকাবি দেওয়া যে রূপ সম্বন্ধ ও সুবিধাজনক এক্ষণ গবর্ণমেন্ট দ্বারা হইতে পারে না। বিশেষতঃ জমিদারেরা যদি গবর্ণমেন্টের নিকট দায়ী থাকেন তবে গবর্ণমেন্ট যে গতিকে হয় তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু সাফাভাবে প্রজাকে তকাবি দিলে হয় ত গবর্ণমেন্টের অনেক টাকা অনাদায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই সুবিধা খুঁজিতে গিয়া যদি জমিদার ও প্রজাকে আর একটি অসুখকর সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন তাহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। যদি পূর্বের ন্যায় জমিদারের ও প্রজার পিতা পুত্র সম্বন্ধ থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের আর এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইত না, জমিদারেরা আপনা হইতেই প্রজাদিগকে রক্ষা করিত ও আপনার পরিবারের ন্যায় তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিত, কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেন্ট সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, জটিল ও অনির্ভরকর আইন সকল দ্বারা জমিদার ও প্রজার এক্ষণ অহিনকুলতা ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণ আবার আর একটি আইন দ্বারা প্রজা ও জমিদারকে খাতক ও মহাজনের সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ করিলে ইহাদিগের পরস্পরে বিবাদ বাধিবার আর একটি পথ প্রস্তুত করা হইবে। লর্ড নর্থব্রুকের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে তিনি যেন প্রজাদিগকে আশ্রয় বিপদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদিগকে আর একটি স্থায়ী বিপদে নিঃক্ষেপ না করেন।

অতঃপর গবর্ণমেন্ট জমিদারদিগকে কর্তব্য কর্ম বুঝাইয়া দিতে যে রূপ ব্যস্ত হইয়াছেন, সেই রূপ নিজের বর্তব্য কর্মের উপর যেন তাহাদের দৃষ্টি থাকে। সম্মুখে সমূহ বিপদ দেখিয়াও গবর্ণমেন্ট এখন পর্যন্ত প্রজাদিগকে শোষণ করিতে ছাড়িতেছেন না। এখান অনেক স্থলে পথ-কর আদায়ের ধুম লাগিয়াছে। সে দিবস হুগলী জেলার লোকেরা রোড-সেস স্থগিত রাখিবার জন্য দরখাস্ত করিল কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। সত্য, গবর্ণমেন্ট আদেশ দিয়াছেন যে, যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা সেখানে কমিসনারগণ বিবেচনা করিলে রোড-সেস আদায় আপাততঃ স্থগিত রাখিতে পারেন। কিন্তু এ আদেশটি কেতাবেই লিখিত আছে, কাজে তাহার কিছুই হইতেছে না। আমরা শুনিলাম স্থানে স্থানে রোড-সেসের নিমিত্ত

প্রজারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এ দিকে দুর্ভিক্ষের ভাবনার অধিক, তাহাতে আবার সেস কালেক্টরের অত্যাচার। প্রজার গবর্ণমেন্টে শান্তি বন্ধ করিতেছেন না। এ দিকে জমিদারদিগকে প্রজার নিকট খাজনা না লইতে বলা হইতেছে, ও দিকে আবার তাহাদের লাটের খাজনা স্থগিত করা হইতেছে না, গবর্ণমেন্টের যে এ ক্রম সাধুত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রজারা খাজনা না দিলে জমিদারের গবর্ণমেন্টকে কর দিবার সাধ্য নাই। গবর্ণমেন্ট জমিদারদিগকে যত ধনীই বিবেচনা করুন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজারা এক কিস্তি খাজনা বন্দ করিলে তাহারা বিঘ্ন সঙ্কটে পতিত হয়। জমিদারদের অনেকেরই পূর্বের ন্যায় ধন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, প্রত্যুত ইহাদের অনেকে ঋণগ্রস্ত ও কষ্টে সৃষ্টি আপনাদের পদ মর্মানী রক্ষা করিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্ট জমিদারদিগকে ধনশালী বলিয়া যদি তাহাদিগকে খাজনা আদায় বন্ধ করিতে উপদেশ দেন, তবে গবর্ণমেন্টের সর্ব্বাঙ্গেই দুর্ভিক্ষ দেখান কর্তব্য কেন না গবর্ণমেন্ট সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। গবর্ণমেন্টের এক কিস্তি কি দুই কিস্তি খাজনা মহকুপ করিলে তত আইসে যাইবে না, কারণ রাজকোষে বিস্তর টাকা মজুত আছে এবং তাহার কিয়দংশ খরচ করিলে অনায়াসে চলিতে পারে। কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেন্ট মজুত টাকা খরচ করিতে কোন আপত্তি করেন না, সেখানে দুর্ভিক্ষের ন্যায় ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইলে যে বেন উহাতে আপত্তি করিবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। রাজকোষের সঞ্চিত ধনরাশি যদি এই সময় কার্য্যে না লাগে তবে আর কোন সময় লাগিবে।।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট।

আর দুই মাস পরেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, দেশে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইবে কি না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে যে সকল রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেছেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। ক্যাম্বেল সাহেব প্রতি সপ্তাহে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশ করিতেছিলেন। এক্ষণ উহা প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু উহাতে যে সমুদায় ঘটনা সন্নিবেশিত হয় তাহা এত অসংলগ্ন ও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় যে তাহাতে সহসা আস্থা হয় না। আবার রিপোর্টে আমরা শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা পাঠ করি তাহা গোপন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেক সময় ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। ফল গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের উপর যে বিশ্বাস করা যায় না তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। জেলার কালেক্টর বটে বেঙ্গাল গবর্ণমেন্টকে সমুদায় সংবাদ প্রেরণ করেন, কিন্তু মাজিস্ট্রেট স্বয়ং এই সংবাদ সংগ্রহ করেন না, তাঁহাকে পুলিশের হেড কনষ্টেবল কি চৌকিদারের কথার উপর নির্ভর করিতে হয়। আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ঠিক গণনা করিতে হইলে আমাদের প্রথমে এই কয়েকটি বিষয় দেখিতে হইবে, অর্থাৎ কত জমিতে শস্য বপিত হয়, এই জমির অবস্থা কিরূপ, কি জমিতে কত শস্য উৎপন্ন হয়, প্রতি বিঘাতে গড়ে কি পরিমাণ শস্য জন্মে, বিলান জমি কত, উচ্চ জমি কত ও মাঝারী গোছের জমি

কত, কত শস্য দেশে মজুত আছে, প্রতি ব্যক্তির আহারের পরিমাণ কত, দেশের লোকের সংখ্যা কত ইত্যাদি। কিন্তু হেড কনেফবল কি চৌকিদার এই সকল বিষয়ের যথার্থ সংবাদ দিতে পারে? সুতরাং গবর্ণমেন্টে এই সম্বন্ধে যে কোন রিপোর্ট লিখুন না কেন তাহা কালু সেখ কি জমির হেড কনেফবলের প্রেরিত সংবাদের উপর স্থাপিত। এই রিপোর্ট যত সাজাইয়া গুজাইয়াই লেখা হউক না কেন যাহারা গোড়ার খবর জানে তাহারা কোন মতে ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারে না। বিবারলি সাহেব বিস্তর টাকা খরচ করিয়া বাহির করিলেন যে বাঙ্গালার জন সংখ্যা ছয় কোটি ছয় লক্ষ লোক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালায় ছয় কোটি ছয় লক্ষ লোক কি ত্রিশ কোটি তিন লক্ষ লোক তাহা বিবারলি সাহেবও যেমন জানেন বেঙ্গাল গবর্ণমেন্টও সেইরূপ জানেন। বিবারলি সাহেবেরও গণনার উপর লোকের যেরূপ বিশ্বাস, গবর্ণমেন্ট এত পরিশ্রম করিয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেছেন তাহার উপরও তেমনি বিশ্বাস। কিন্তু এই রিপোর্টের উপর কত বড় গুরুতর বিষয় নির্ভর করিতেছে। এই রিপোর্টের সত্যাসত্যের উপর সহস্র সহস্র লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেন্ট এমন একটি ভুল করিতে পারেন যে তজ্জন্য চিরকাল অনুতাপ করিলেও তাহার সংশোধন হইবে না। উড়িয়ায় যে দশ লক্ষ লোক মরিয়াছিল সে কেবল শুদ্ধ এই ভ্রমপূর্ণ রিপোর্টের জন্যে। অতএব এই আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট যদি চৌকিদার কি হেড কনেফবলের উপর নির্ভর করেন তবে ঘোর বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ লোকের সাহায্য না লইলে গবর্ণমেন্ট কখনই এ সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ পাইবেন না। যাবৎ তাহা না করা হইতেছে তাবৎ প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি পক্ষে যে রাশি রাশি রিপোর্ট বাহির করা হইতেছে তাহা সমুদায় পণ্ড শ্রম মাত্র।

জানুয়ারী মাসের প্রথম পক্ষের যে অন্ন কষ্ট সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার প্রথমেই লেখা হইয়াছে যে, মেদনীপুর, যশোহরের কতক অংশ, বাখরগঞ্জের কতক অংশ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম কটক, বালেশ্বর ও পুরীর শস্য সম্বন্ধে নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যে গণনা করা হয় তাহা ভুল হইয়াছিল। পূর্বে অনুমিত হয় যে এই সকল স্থানে প্রায় ষোল আনা শস্য সংগৃহীত হইবে, কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে যে এখানে অন্যান্য বৎসরের বেশী শস্য হইবে না। যশোহরে জোর দশ আনা হইবে, কিন্তু আমরা গোপন অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে যশোহরে চৌদ্দ আনারও বেশী শস্য হইবে। আবার বর্দ্ধমান, ছগলী, ও হাবড়ায় পূর্বে যেরূপ অনুমান করা হয় তাহা অপেক্ষা বেশী শস্য হইবে। নদীয়া ও ২৪ পরগণায়ও প্রায় বার আনা শস্য হইবে। রাজসাহী বিভাগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। ঢাকা ময়মানসিং, সিলেট, ত্রিপুরা, ও কাছাড়, শস্য মন্দ হয় নাই। বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, মেদনীপুরের কতক অংশ, হাজারীবাগ, লোহারডাঙ্গা সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুরের কতক অংশ, এবং মুন্সেরে প্রায় দশ আনা শস্য পাওয়া হইবে। ত্রিহত, সারণ, ভাগলপুরের ও মুন্সেরের

কতক অংশ এবং পূর্বদিয়ার অবস্থাও অতি মন্দ। পাটনা গয়া, সাহাবাদ, ভাগলপুর ও মুন্সেরের কতক অংশ শস্য পাঁচ আনার বেশী হইবে না। জলপাইগুড়ী কোচবেহার হইতে গেরা-পাড়া পর্যন্ত সমুদায় স্থানে তত বেশী শস্য সংগৃহীত হইবে না। অন্যান্য জেলায় শস্যের অবস্থা একরূপ ভালই।

উপরের বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় যে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত তত আশঙ্কা নাই, কিন্তু হয় ত আবার আগামী পক্ষের রিপোর্টে আমরা পাঠ করিব যে বাঙ্গালার কোন জেলাতেই শস্য ভাল হয় নাই ও দুর্ভিক্ষ আসন্ন।

এডুকেশন গেজেট সম্পাদক সরাসরি বিচার সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্পাদক মহাশয়কে সরাসরি বিচারের সপক্ষ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছেন। কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ভারি গভীর প্রকৃতির লোক। এবং তাঁহার লেখা অনেক সময় এরূপ গভীর হয় যে অনেকের নিকট উহা একরূপ অতলম্পর্শ হইয়া পড়ে। আমাদের ভয় হয় তাহার এই প্রস্তাবটি সেইরূপ হইয়া থাকিবে। তিনি সরাসরি বিচার বিষয়ক প্রস্তাবে উহার সপক্ষতা করেন নাই। গবর্ণমেন্টকে আগা গোড়া ঠাট্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে গুরু মহাশয় কি বাটীর কর্তা এরূপ ধরিয়া আনিলেন আর তৎক্ষণাৎ বিচার করিলেন গবর্ণমেন্টের এ বিচার প্রণালীটি সেইরূপ। তিনি যদি গভীর ভাবে না লিখিয়া প্রস্তাবটি স্পষ্ট করিয়া লিখিতেন তাহা হইলে তিনি তাহার পর ইহাই লিখিতেন, “তবে গুরু মহাশয় দুই ঘা বেতের বাড়ী কি বাটীর কর্তা দুই টাকা জরিমানা কি দুই ঘা জুতার বাড়ী মারিবার হুকুম দিতেন এবং হয়ত আসামী তাহার পায় ধরিলে তিনি তাহাকে দুই টাকার স্থলে এক টাকা কি দুই ঘা বেতের স্থলে এক ঘা বেতের বাড়ী মারিবার আবার হুকুম দিতেন। সে বড় কাঁদাকাটা করিলে পিয়াদার রোজ চারি আনার হুকুম দিয়া ছাড়িয়া দিতেন। কর্তা কি গুরু মহাশয় হয়ত আপন হাতে দুই ঘা লাগাইয়া দিতেন, আপনি উকল আপনি মোক্তার হইতেন, চৌকির উপর বসিয়া তৈল মাখিতে মাখিতে বিচার হইত এবং তাঁহার প্রায় সামান্য লোকের প্রতি এইরূপ বিচার করিতেন। আর মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ বিচার করিয়া অন্যায়সে এক জনকে তিন মাস কার্টক দিতে পারেন এবং সেখানে তাহাকে ঘানিগাছে ঝুড়িয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে পারেন, তাহাকে মেথরের কাজে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহাকে কথায় কথায় বেত্রাঘাত করিতে পারেন, তাহাকে যত দূর সম্ভব অপমান ও শারীরিক যন্ত্রণা দিতে পারেন অথচ সুবিচার পক্ষে নানা রূপ বিঘ্ন। মাজিষ্ট্রেট এক দেশী লোক, আসামী আর এক দেশী লোক, তাহার কাছে আসামীর মান সম্ভ্রম পদ মর্যাদার কিছুই বিচার নাই। তিনি নিজ হস্তে দণ্ড করেন না, অতি জঘন্য ব্যক্তি দ্বারা অপমান করেন, তিনি অন্যায় আজ্ঞা দিলে দেশ সমেত লোক একত্রিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও আসামীর শাস্তির কিছু মাত্র

মাজিষ্ট্রেট না করেন না অথচ মাজিষ্ট্রেটের অন্যায় বিচার করার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।” গেজেট বিদ্রোহী এক স্থলে বাহারা সরাসরি বিচারের বিপক্ষ তাহাদের গুণী করেক আপত্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন “এ ব্যক্তি গুলি গুলিতে মন্দ নয়, কিন্তু অসার। কত অসার তাহা নিচের বিবরণে সপ্রমাণ হইবে।” তিনি এই কথা বলিয়া বৈ গবর্ণমেন্টের সরাসরি বিচার প্রণালীটি ভারি প্রিয় সেই গবর্ণমেন্টের অনুগত অনুচর দিগের এ সম্বন্ধীয় মত গত সংখ্যক কলিকাতা গেজেট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উদ্ধৃত দ্বারা তিনি একরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে এ আইনের সপক্ষ লোক কেবল তাহাদের ইহাতে স্বার্থ আছে তাহাদের মধ্যেই পাওয়ার সম্ভাবনা। এরূপ গভীর ভাবে প্রস্তাব লেখাতে ভারি গুণপণ্য প্রকাশ পায় বটে কিন্তু আইনের বিবেচনায় এ সমুদয় বিষয় এরূপ ভাবে লেখা অন্যায়, কারণ বিপক্ষ লোকে অনেক সময় ইহার সুবিধা লইতে পারে।

এ দিকে জল কষ্ট ও অন্ন কষ্টের নিমিত্ত লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ও দিকে আবার আর একটি বিপদ উপস্থিত। চাউলের দরকার বেশী হওয়ায় টাকার বাজার অত্যন্ত চড়িয়া উঠিয়াছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক সুদের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছেন। গত সপ্তাহে ব্যাঙ্কের সুদ শত করা সাত টাকা ছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে উহা ৮০ টাকা হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধ বাঙ্গলায় নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও টাকার বাজার চড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনেক ব্যবসাদার টাকার এইরূপ বাজার দেখিয়া ভারি ভীত হইয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে সুদের হার যদি আর কিছু বাড়িয়া উঠে তবে বিস্তর ব্যবসাদারের সর্বনাশ হইবে।

কশিয়া ক্রমাগত ইংলণ্ডের সহিত কথা উদ্ধ করিতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে ইংরেজেরা এখন পর্যন্ত বিশ্বাস করেন যে কশিয়ার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কুঅভিপ্রায় নাই। যখন কশিয়ানরা চেম্বন্দ অধিকার করিলেন ও উহা গড় দ্বারা বেঁটন করিতে চাহিলেন তখন ইংরেজেরা তরানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু কশিয়ানরা নানা রকম তুষ্টি থাক্য প্রয়োগ করিয়া ইংরাজদিগকে শান্ত করিলেন। কয়েক মাস পরে সমারখণ্ড কশিয়ার হস্তে পতিত হইল। আবার ইংলণ্ডে ছলুস্তু লু পড়িয়া গেল, আবার সব চূপ চাপ হইল। সমারখণ্ডের পরে কোকাও ও কোকাওের পর বোখারা কশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হইল। কিছু দিন পরে কশিয়া কাশগার অধিকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল ও আর্টালিক গাজি অত্যন্ত ভীত হইয়া কশিয়ার সহিত এক সন্ধি করিলেন। তাহার পর খাইবার বারি পড়িল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার ছুতা করিয়া কশিয়ানরা খাইবায় গুবেশ করিল, কিন্তু উহাও তাহাদের করতলস্থ হইয়াছে। এইরূপ ক্রমে কশিয়া ভারতবর্ষ মুখ অগ্রসর হইতেছে, আর এ কথা সে কথা বলিয়া ইংরাজদিগের চখে ধূলা দিতেছে। সম্প্রতি কশিয়ার রাজ কন্যার সহিত মধ্যম রাজকুমারের বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া কশিয়া আর একটি চক্র করিতেছে। কে জানে কশিয়া এই সুযোগে কি করিয়া বসে।

ADVERTISEMENT.

NATIONAL THEATRE.

Saturday, the 24th Jan. 1874

THE MOST SUCCESSFUL

বীর-রসায়ক নাটক

হেমলতা।

To conclude with

A humorous Representation of the
NEW MUNICIPAL MARKET.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY, the 22nd Jan. 1874

If the Muffosil Associations have any desire to make any representations to Government regarding the Criminal Procedure Code they ought to lose no time, for the matter has been already referred to the Select Committee. We hope they will not let slip such an opportunity. Such an opportunity may not again come for years.

It has been found that cotton-mills may do very well in India and can successfully compete with those in Manchester. His Highness the Holkar first pointed out the path, and while at Poona the Prince praised the people for their endeavours to revive our manufactures. Cotton-mills have sprung up in various parts of the country, in Indore, Bombay, Surat and Calcutta. This is a real progress in the right direction. But here again the interests of the people clash with those of their English masters. Manchester, Lancashire and Liverpool have ruined our manufactures and the whole weaving caste of India has been thrown out of employ. The *Englishman* publishes an abstract of articles subject to duty, from which it appears that the normal rate of duty is 7½ per cent. But there are some exceptions such as cotton twist, cotton and woollen piece goods, linen, canvas and naya stores, floor-cloths, iron and railway materials. All these articles represent powerful English interests, and the result is that they come in at a lower rate. Now that these mills have been established in different parts of the Empire, Manchester and Lancashire demand a further lowering of the rates. We are rather anxious to see what effect this clamour of the selfish British merchants has upon Lord Northbrook.

Mr. Hogg was prevented by the Justices from expending any more money for the market as the law did not allow it. Upon this Mr Hogg submitted a letter to the members of the special committee requesting them not to mind the law as a new law will be enacted as soon they will request the Government to do so. He requested the members therefore to take the responsibility upon their shoulders of expending more money as they need not fear the consequences. But he goes further and says:

However, if the Committee is of a different opinion I am prepared to hold myself personally responsible for all cash expenditure until the Justices have time calmly to consider the matter, provided the Committee agrees to support me, and will adjust matters with the butchers, to accomplish which no money is required.

We believe if Mr. Hogg is prepared to hold himself personally responsible for the sums thus expended he may as well expend them without the sanction of the members of the special committee. The confidence of our Chairman proves these two things that he is the absolute lord of Calcutta and that he knows it. It does not speak well of the citizens of Calcutta.

SIR GEORGE'S SPEECH—The speech of Sir George Campbell delivered at the Social Science Association has a double interest, comes as it from the Governor of a province and a man of genius and new ideas. But new ideas or sentiments we do not find in the address because as Sir George says he had no time to conceive, mature or develop them. He was of opinion that in no country social freedom was enjoyed in a more or a more complete degree, and therefore

India was the most fitted of all countries where social science could be cultivated with the greatest success. We do not precisely understand what does Sir George mean by our enjoying social freedom in this country in a greater degree, but we admit his conclusion. India is eminently fitted for the cultivation of the science of social economy. India is a field for all sorts of experiments. The British nation is experimenting upon the science of Government here in this country as young Surgeons first learn their art by practising upon dead bodies. If any new measure fails there is none here to cry down the Government or rise in rebellion, and if it succeeds it can be immediately transplanted in England. Thus at present India is a field for political experiments because it is a conquered country. But it is fitted by nature to be a field for experiments in social philosophy. India, or a great portion of India, was peopled by a dwarfish and a black race of barbarous people worshipping their wood gods. Then came the tall and fair Aryans who gradually mingled their blood with the inferior race. Then came the *dytyas, danabs* and *ashoors* who were supplanted by the Bramhins but were at last converted by them. Then came Buddhism with its levelling effect and the bloods of all these races were intermingled. The Javans probably the Greeks followed and they merged amongst the Bhuddists, so at the present day a trace of them cannot be discovered. The Greeks were followed by the Mahamudans who also established themselves in the country, influenced the Hindoos and were influenced by the Hindoos in return and the mixture of the two races would have been most thorough sooner or later had not the English come and kept by their policy the line of demarcation intact. Thus myriads of men of different races with different religions, languages, customs, manners and ideas have poured into this country from different parts of the world in successive periods and the result is a heterogenous mass presenting innumerable phases of human society. Here in this country you will find the white, the yellow and the black; the tall and the short; the cannibal and the ascetic; the Bramhmin and the Khund. Here in this country you will find the celibate, the monogamous, the polygamous, the polyandrous and the free lovers. Here you will find the institution of caste with its advantages and disadvantages and the effect of such an institution upon human society. In short, laws regarding society in every conceivable form are in force in this country from a long time amongst the different tribes. So every conceivable experiment regarding social science has been made and now is the time for philosophers to collect facts and deduce principles. The social science association has therefore a grand work before it, and it can make by comparatively slight efforts, great discoveries benefiting humanity. But before the members move in the matter they ought to possess a complete, elaborate and comprehensive census of the country, for upon an accurate and comprehensive census alone can the science of social economy be founded.

Sir George complimented the Bengales and said that they have received a highly intellectual education and are eminently fitted to take part in the cultivation of social science. He called the Bengales who have received the highest culture the Scotchmen of the East. What in common the Scotch have with the Bengales we do not know, neither do we think that the Bengales will take it as a compliment if they are compared with the Scotch. The Scotch are grave, unsocial, stern, fierce, blood-thirsty, hardy and foolish and the Bengales light, social, easy, timid, weak and intelligent. There is only one point of agreement, and even there we cannot meet in one common ground. The Scotch made over the destiny of their country to the English and we made over the destiny of our country to the same nation, but they gained immense advantages by that act, we wish our gain were as immense. Sir George entertained a hope that the Social Science Association may turn, if the members were active, into a Social House of Parliament and our grand children may see the change. We could also entertain the same hopes if the Association were not conducted by foreigners and renegades we mean by those who have no influence in society. But mark one thing.

Sir George entertains the hope that we shall have a Social Parliament as for a Political Parliament that is out of the question. His Honor says that it is impossible that we should have political freedom in this country. So Lord Mayo said that the British Government shall endure for ever in India, and so philanthropists no sooner they touch India than abandon the politics of the country to take care of itself and devote themselves heart and soul for our social progress. With a heart overflowing with love for us, English philanthropists come to help and benefit us; they see our political chain and affect not to see it; and fall to teach us how to dress and dine and then abuse us for our perversity. Thus far thou shalt go but no further. You must dress decently and thousands of Englishmen will come with their advice gratis how to dress, and to discover what dress is best fitted for us. Talk of the liberty of females and thousands of Europeans will most graciously offer themselves to dance with your wives and daughters. Denounce caste and hundred thousand Englishmen will cheer you on, and 50 thousands will undertake to give speeches describing the evil effects of that barbarous institution, how it demoralises and enslaves a nation, but talk to these philanthropists of your political slavery and they are in a body dumb. Their philanthropy will instantly evaporate from their heart and they will forsake you. Thus far thou shalt go and no further. What is the use at all of a social Parliament if we have no political Parliament of our own? If you wish, these philanthropists will gild your cage, if you wish they may even go the length of feeding you with cream, but you must never think of coming out your cage. You can sing, you can play, you can cry and you can breed while in the cage, but you can't expect to come out of it. If you wish to fly, fly with your heart's content as far as the cage allows you. But God has implanted in the human breast desires and aspirations which it is impossible to stifle. While the master thinks of the cream with which he feeds his creatures, the engaged creatures never offer a thought to the cream, but is always trying to break thro' the cage. To those Englishmen who have any love to offer to the people of India we request to leave us alone in our social matters. We can manage our social matters without their help, let them only place themselves in our position and think that it is not mockery to talk to us of the liberty of females when they have usurped the liberty of the males? Give us our political liberty and keep us under your protection and then God will bless you, but don't talk of our caste system, and our Zenana system while you do not allow us any hand in the administration of our own country.

SEAL vs HOGG—Indigo planters are not naturally bad men but the system under which the cultivation was carried on made them bad. Such was the opinion of an experienced planter who gave his evidence before Government long ago. Either the planter must give up the cultivation or his ideas of honor, and in such a case the love of self generally prevails and for self every other consideration is forgotten. We have now to see what effect the Calcutta municipal market establishment has upon the Chairman of the Justices. Never was a man in a more awkward position. The wise men who proposed and carried out the proposal of a municipal market forgot one great fact. Markets do not spring up spontaneously whenever the buildings and sheds necessary for them are constructed. Markets must be established, that is, you must make efforts to secure the attendance of purchasers as well as purveyors. Simply the attendance of purchasers may not do and simply the attendance of purveyors may not do. How they manage things in other countries we do not know, but in this country we establish markets by a very simple process. We collect *lattials* and plunder the rival market. We station sentinels on the way to the rival market and force the men to the new. In the beginning we do not tax the purveyors and we purchase all the articles that remain unsold and we undersell articles to secure the custom of the public and then indemnify the purveyors. This is the way we establish markets in this country and perhaps this is the only way to establish markets.

how far is Mr. Hogg prepared to go in this matter? Loot he can, for he has enough men; men he can drag, for physical force he has with him; he can fully intimidate the purveyors, for he has the purse of the tax-payers at his disposal; the question is, whether he is prepared as a gentleman, as the Mayor and Police Commissioner of Calcutta to apply all these divers forces that he has at his command. So you see in what an awful fix he is, if he is not prepared to go to such lengths he must give up the idea of breaking the Dhurmo-talla market and founding a new one upon its ruins. As rate-payers we ought to have every sympathy with the Chairman. The municipal market has cost us 6 lacs or an additional burden of 1 per cent, and if the market does not succeed Hogg says that an additional burden of 1½ per cent will be necessary for the debt. If the market succeeds it will be a source of gain to the Municipality and lighten the burden of the taxpayers, and viewing from this stand point the Chairman ought to be supported by all rate-payers. But wonder of wonders the rate-payers do not sympathise with him but with the proprietor of the rival market. Here is the difficulty no 2. His third and greatest difficulty is that the Justices themselves are thwarting him in every possible way. The Justices first sanctioned an additional grant of 50,000 Rs for market purposes, but now they learn that they are bound hand and foot by law and cannot expend a cowrie above the 6 lacs first sanctioned by law. The grant of 50,000 Rs has been therefore placed in abeyance. He had proposed for a further loan of 20,000. Of course that was negatived too. What was Mr. Hogg to do under the circumstances? And as if to verify the adage that misfortunes never come singly, Babu Hera Lal Seal has sued him as private individual and not as Chairman in the Civil Court for damages laid at a lac of Rupees, so that he will have no means to defend himself by the cost of the rate-payers. But all these difficulties he has brought upon himself by his own blunders. The British Indian Government was founded by a company of traders, and since then Government has never been able to free itself from its trading proclivities. Municipalities in India, except the one recently established in Serampore are in fact Government institutions, and as such they should never embark on speculations. But as the Government has a flourishing printing office of its own, several Municipalities have their own printing establishments where they not only print their own works but secure by force of authority the works of other Municipalities which have no presses of their own. Now this Municipal market is a pure speculation, and for a governing body to embark on a speculation in competition with private individuals is either to fail or to abuse the power they possess. Private individuals can manage their own business better at a much smaller cost than any governing body whose direct interest is not touched. If the Municipal market fails it will not interfere with the private interests of Mr. Hogg, but Babu Heera Lal Seal has great interests at stake. Then Mr. Hogg and his Justices call themselves guardians of our interests, we mean the interests of the rate payers. We beg their pardon. Niether Mr. Hogg nor the Justices are the custodians of our interests. We never gave them that authority, we never elected them our guardians. The Government appointed them, never asked our consent when appointing them, and now these so called guardians come to claim our sympathy, speak in our name, and guard our money and spend it according to their sweet pleasure. What have the rate payers to do with the Municipal market? It is purely Mr. Hogg's business. Surely the money was taken from them for the purpose, and more will be taken if the market fails, but the people could not and cannot now help it. A pretty large sum was squandered away for the Municipal tramway by those guardians of the rate-payers' interests, and what could the rate-payers do? If the Municipality were elective then the people would have been responsible for the blunders of the Justices and would have gone along with the Chairman and the members. But then the proposal of a Municipal market would have never been carried out. As we said the Municipal market is purely Mr.

Hogg's business, the public never sanctioned the proposal of a Municipal market and will never sanction the mean practice of enticing away purveyors by bribes and by the so-called persuasion of the Police. Mark again the spirit in which he enters into the business. He tells to the Justices in their meeting of the 15th instant and to Babu Heera Lal Seal who was present that Hera Lal is very proud of his riches but he was richer. He did not care for Heera Lal; if Heera Lal wishes to fight let him fight, he was prepared to fight out the battle and see who wins. He will establish the market at whatever cost, at whatever risk he will establish it, even if it be necessary to drive Heera Lal out of the field. Now these childish vauntings do not enhance one's respect and is not calculated to secure sympathy of the public. It is an easy task to spend others money, and Mr. Hogg has that power. He should have not vaunted of that power. If Mr. Hogg is such a hero, let him throw off his feathers with which he has been decked by Government and then fight out the battle himself. But being head of the police, of the Corporation, it was not, to say the least, in good taste to give vent to such expressions. Add to this the rumours that his manydons, no doubt without his authority, have been abusing their powers and being guardians of the peace breaking it to break the rival market. All these circumstances have made the people forget their 6 lacs of money. It is niether their money now. As soon as the money leaves their hand their connection with the money ceases and they cease to take any interest in it. Their interest will be served if the market succeeds, but a higher interest will be served if it fails. If Babu Heera Lal Seal wins, the doom of despotism is sealed. The constitution of our Municipality will be thoroughly remodelled, the example will impart a salutary lesson to other Municipalities and the future generation, and the Justices and Chairman will be more careful of their trust in future. If these boons can be secured at a cost of 6 lacs we shall make a cheap bargain.

OUR RICE MERCHANTS.—The first consciousness of an impending famine is past. The first excitement has naturally abated. The overwhelming anxiety attending the first launching into a troublesome affair does, as a matter of course, give way to a slackness of emotion as we get on longer and longer in it. That is the case with our apprehensions regarding the impending famine. That is the case, we believe, with the anxiety of Government also. Many may deceive themselves that the comparative coolness of their mind is the result of a discovery of a more hopeful state of things. But it is not actually so. No hopeful circumstances have been to our knowledge discovered since the moment of greatest alarm. Of course it is now as uncertain as it was then, as to what the extent of the impending calamity may be. But that great suffering awaits the country is as certain now as it ever was. Nay more, circumstances are daily more and more confirming the fear. When a person is first seized with a terrible disease, the friends of the patient are anxious beyond bounds. They cannot and should not continue in the same extreme height of uneasiness. But the thing to be feared is that in the chronic form they may get unconsciously too-careless so that the patient may through neglect come to the verge of death while they are lulling themselves in ease and security. True, we have not as yet observed such extreme coldness to the threatening scarcity as would fully warrant the above remarks. But there will yet be two or three months before great suffering may prevail, so we should see that we do not lull ourselves into sleep in the meantime.

As regards the conduct of Government, Sir George Campbell has not, we believe, abated at all in his anxiety and concern. Of course official manifestoes must have an end. And we do not wish to see such manifestoes going on at heels. Much of what the Govt. can say it has already said. We as well as the country generally have one point of difference with the Government and that is the question of stopping the export of rice. We cannot help repeatedly insisting on Government to stop exportation of food grains.

Does our good Governor General decline to stop exportation fearing lest it should entail injustice on any one? On whom will it entail injustice? On the English merchants? They would buy rice at any price. If they are not allowed to buy it here, they will buy it elsewhere or they will have the money to use as they like. Will it cause injustice to the English people? We already pointed out in a preceding number that the people of England always enjoy an artificial advantage over the people of India in res-

pect of internal trade. Price which is the natural adjuster of balance of trade is kept artificially low in India owing to the export of a large sum of money to England in the shape of salaries, annuities, &c. &c. So India has annually to send to England large quantities of export for which, on account of the above circumstances she gets no return. The late Mr. John Stuart Mill has clearly pointed out this economic disadvantage of a conquered nation in his treatise on political Economy. It is in fact obvious to reason. And if England ever enjoys such an artificial advantage over India with what grace can she or any one for her plead that it will be an injustice to her if in anticipation of a dire calamity she be made to forego a part of the advantage she has been enjoying?

Will it occasion injustice to the Indian merchants? It may indeed be said that when an Indian merchant exports rice he does it at a profit. And if Government would prohibit him from doing so he would lose that profit. This may be put forth as an argument in support of non-interference policy. But the argument is not strong. Merchants will not lose by being made to refrain from exportation, when the price of rice is sure to rise very high in this country. 'But are they not the best judges of that? will export on the other side. We can safely answer that they are not the best judges of this at this crisis. The whole public, the whole governing body is staggered to estimate the extent of scarcity that will prevail. Can the wits of a poor native trader easily comprehend it? And the result is that for a moderate ready profit he foregoes the prospect of a very large profit. And what harm is there if Government uses its patriarchal power to protect him and the country against his want of foresight? Traders with all their instincts of profit and loss are often found to be extremely averse to speculation however reasonable and prudent such speculation may be. They would many of them never part with a small ready and certain profit for the hope of large profit in future. The present crisis requires the grain traders to keep food grains in the country with an eye to future gain. Many of them have not the prudence and heart to do this. This is the reason why exportation is yet going on. It is not because the country can yet afford to export. The injustice then which Government would be the risk to do to the native merchants so is very improbable that Government may at once leave the idea alone. And supposing that there is a little risk of occasioning a little loss to some individuals is that worthy of consideration while in the other alternative there is the risk of loss of some human lives for that.

Thus we see Government by stopping exportation has to do no injustice properly speaking. On the other hand by the omission of this measure the principal acts of Government with reference to the famine are stultified. Government is importing rice from distant parts to ameliorate the sufferings of the poor and to save their lives. This well intended measure is going for nothing while exportation is not forbidden. As Government is importing rice into Bengal it is by that very act sending at least some rice out of Bengal, for the effect of the importation by Government is that the bazar is kept at the exporting level which probably would not otherwise have been the case. And supposing by importing Burmah rice in a certain quantity Government facilitates the export of a corresponding quantity of the country rice, what is the bargain we make for so much trouble on the part of the Government? It is this. We shall have a quantity of Burmah rice, i.e. rice plus illness for the same quantity of country rice, i.e. rice with health. Moreover in the case of the Burmah rice we shall have to pay an additional tax. Of course the above is on an extreme supposition. But the injurious effects of the omission to stop shipment will more or less neutralize the benefit of the importation of rice by Government.

নিম্নে আমরা এই পত্র খানি গ্রহণ করি-
 লামঃ—লেপ্টেনেন্টগবর্নরের নুতন নিয়মানুসারে
 বিগত ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে মিউনিসিপাল
 কমিশনার নির্বাচিত হয়। উক্ত নিয়ম শ্রীরামপুর
 মহর মধ্যে কএক জন রুতবিদ্য ভিন্ন সাধারণে-উহার
 তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই, বাহা হউক তদনু-
 সারে প্রত্যেক বিভাগ হইতে ২।১ জন ভদ্র ব্যক্তি
 কর্তৃক কএক জন ভদ্র লোক মনোনীত হন, কিন্তু
 দুর্ভাগ্য বশতঃ টাকসদাতা ভিন্ন কেই উক্ত পদ
 প্রাপ্ত হইবেন না এই নিয়ম হওয়াতে কএক জন
 সোণ্য লোকের নাম কতিত হইয়াছে। বাঁহারা
 মনোনীত হইয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে ৩ জন রুত-
 বিদ্য ও নিরপেক্ষ কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ী
 (ডাক্তার,) অপর কয়েক জনও বিদ্বান ও নিরপেক্ষ।
 এই রূপ লোক নির্বাচিত হইয়া শ্রীরামপুরে ১৫ জন
 কোম্পাগর ৫ জন মাহেশ সমেত রিসভা ৫ জন সর্ব
 সমেত ২৫ জনের নাম তালিকায় প্রকাশিত হইয়া
 যথ্য সময়ে স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছিল কিন্তু
 দুর্ভাগ্য বশতঃ সে দিবস অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে ঐ
 সকল তালিকা নষ্ট হইয়া যায় সুতরাং সাধারণ লোক
 তাহা অবগত হইতে না পারাতে, মনোনীত ব্যক্তি-
 গণের মধ্যে ২।১ জনের প্রতি বিশেষ রূপ আসক্তি
 থাকাতে যথ্য সময়ে তাহা জানাইতে না পারাতে
 শ্রীযুক্ত মাজেস্ট্রেট সাহেব তাহাদিগের সেই আপত্তি
 অগ্রাহ্য করেন। স্থানীয় লোক বাঁহাদিগকে
 মনোনীত করেন মাজেস্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে
 ইংরাজী ভাষাতে এক পত্র লেখেন, কিন্তু তৎপাঠে
 তাহাদিগের মধ্যে কেহ আপনাকে অপমানিত
 বোধ করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। প্রজা সমূহের
 অভিপ্রায় লইবার জন্য ২১ শে ডিসেম্বর দিন স্থির
 করিয়া যথ্য রীতিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কিন্তু
 অনতিবিলম্বে উক্ত দিন পরিবর্তন হইয়া, ২৭ শে
 শনিবার বেলা ১১ টা হইতে ৫ টা পর্যন্ত অবধারিত
 হয়। ঐ সময়ে সাধারণ লোকের অভিপ্রায় যে
 রূপ দেওয়া হইয়াছিল তাহা শুনিলে আশ্চর্যান্বিত
 হইতে হয়। স্থানে স্থানে লোকের একজন পূর্বতন
 কমিশনার জনেক বিল সরকার ও জনেক লেখক
 উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকের মনোনীত ব্যক্তি-
 গণের মধ্যে আপন অবস্থানুসারে কেহ কেহ স্বয়ং বা
 দারবানের দ্বারায় প্রজা লোকদিগকে ডাকিয়া এক
 এক জন করিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইতে লাগিলেন। এই
 সময়ে মাজেস্ট্রেট সাহেবের প্রেরিত পুরোক্ত পত্র
 খানি তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া-
 ছিল। প্রজা লোক সকল এই ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত
 ভীত হইয়া আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে
 পারিলেন না। শ্রীরামপুরবাসী ৭।৮ হাজার কর-
 দাতার মধ্যে প্রায় এক হাজার লোকে ঐরূপ মত
 দিয়াছেন। পূর্বতন কমিশনারদিগের মধ্যে এক্ষণে
 বাঁহারা থাকিলেন তাঁহারা আপনাদিগের বুদ্ধি
 কাশলে নুতন ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক ফল লাভ
 করিতেছেন। পরাতন ৫জন কমিশনার মধ্যে ৪ জন এই
 জন বন্দেবস্তের মধ্যে রহিয়া গিয়াছেন, কেবল অল্প
 খ্যক লোকের মত প্রযুক্ত ক্ষেত্র অব ইঞ্জিয়ার
 পাদক স্থিত সাহেব পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে

অনেকেই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে যদি
 মত লইবার দিন রবিবার অবধারিত হইত, তবে
 অনেক ভদ্র, রুতবিদ্য, বহুদর্শী ও নিরপেক্ষ লোক উপ-
 স্থিত হইতে পারিতেন, ও তাহা হইলে কাহার প্রতি
 কত লোক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন তাহা বিশেষ-
 রূপে জানিতে পারিতাম।

সংবাদ।

—ক্যামিল ফ্লোরিয়ান নামক এক জন ফরাসীস জ্যোতি-
 বিত্তো গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে মঙ্গল গ্রহের
 সমুদায় দ্রব্য আমাদের পৃথিবীর দ্রব্য অপেক্ষা অনেক
 লঘু এখানে বাহা তিন সের ভারী তাহা মঙ্গল গ্রহে
 লইয়া গেলে এক সের মাত্র হয়। এখানে ২০ মাইল
 ভ্রমণ করিলে যত ক্লান্ত হওয়া যায় সেখানে ৫০
 মাইল ভ্রমণ করিলেও তত ক্লান্ত হওয়া যায়
 না। এখানে একটি লক্ষ দ্বারা সাধারণতঃ দুই হাতের
 বেশী উঠা যায় না, কিন্তু সেখানে ঐ রূপ একটি লক্ষ
 দ্বারা রহৎ গৃহ সকল উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই জ্যো-
 তি বেত্তার মতে মঙ্গল গ্রহের জন্ত সকল অত্যন্ত
 রহৎ।

—প্রসিয়ার কোন রেলওয়ে স্টেশন হইতে এক
 বাক্স স্বর্ণ চালান দেওয়া হয়। যখন উহা নির্দিষ্ট
 স্টেশনে আসিয়া পৌঁছে তখন দেখা যায় যে
 উহা কেবল বালিপূর্ণ, উহার মধ্য হইতে স্বর্ণ চুরি
 গিয়াছে। কোন স্টেশনে এই চৌর্য্য কার্য্য হয় তাহার
 কিছুই ঠিক করা যায় না। অবশেষে এক জন বিজ্ঞান
 বেত্তা বাক্সস্থিত বালি লইয়া সকল স্টেশনের বালির
 সহিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তুলনা করিয়া
 দেখেন। এই রূপে যে স্টেশনে এই বাক্স বালী
 পূর্ণ করা হয় তাহা জানা যায় ও অনুসন্ধান দ্বারা
 সেখানে চোর ধৃত হয়।

—বহুবাজারে কতিপয় ধন্যাঢ্য ব্যক্তি একটা
 সখের নাট্যমজাজ সংস্থাপন করিয়া একটা রঙ্গ-গৃহ
 নির্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে এখানে সতী
 নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ আপন
 আপন অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়া-
 ছিলেন। অভিনয়টা দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ
 লাভ করিয়াছি। প্রস্তুতী ও সতীর দীর্ঘ দীর্ঘ
 বাক্য গুলি কমান্বিয়া ফেলিলে ভাল হয়। নাট্য-
 সমাজের একতান-বাদনটি আমাদের অতি মধুর
 লাগিয়াছিল।

—গত কল্যের কলিকাতা গেজেটে বি এ পরীক্ষারফল
 প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত পরীক্ষার্থীগণ প্রথম
 শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমকুমার লাহিড়ী
 প্রেসিডেন্সি কলেজ; রামলাল দত্ত, ঐ; টি, এ, রাম-
 বর্ট, শিক্ষক, নরেন্দ্রনাথ সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজ;
 তারাপ্রসন্ন সেন ঐ; ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ক্যাথি-
 ড্রাণ মিসন কলেজ; উবলিউ সি, হোরেক্ট, মুসুরি স্কুল;
 অম্বিকাচরণ মজুমদার, জেনারেল এসেমবিলিস ইনস্টিটিউ-
 সন; নবচন্দ্র দাস প্রেসিডেন্সি কলেজ; রামনারায়ণ
 দত্ত ঐ; রামপ্রসন্ন ঘোষ ঐ; নন্দকিশোর দিল্লি কলেজ;
 অদ্বৈতচন্দ্র সেন প্রেসিডেন্সি কলেজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—কক্ষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; বেনারস

কলেজ; নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজ;
 বিষ্ণুপদ বসু ঐ; ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ;
 সারদাপ্রসাদ বসু, কেথিডাল মিসন কলেজ; কেদার-
 নাথ ভট্টাচার্য্য হুগলী কলেজ; মকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রেসি-
 ডেন্সি কলেজ; সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঐ; বিন্দেশ্বরী প্রসাদ
 বেনারস কলেজ; বিপিন বিহারি চট্টোপাধ্যায়, প্রেসি-
 ডেন্সি কলেজ; প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায় জেনারেল এ-
 সেমবিলিস ইনস্টিটিউসন; গিরিশচন্দ্র চৌধুরী, প্রেসি-
 ডেন্সি কলেজ; ডি, আর্ভেন শিক্ষক, ভগবান দাস;
 বেরিলী কলেজ; ক্ষেত্রমোহন দাস, প্রেসিডেন্সি ক-
 লেজ; উমেশচন্দ্র দাস, ফি চার্চ ইনস্টিটিউসন,
 দেবেন্দ্র দত্ত, জেনারেল এসেমবিলিস ইনস্টিটিউ-
 সন; মনোমোহন দত্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজ; পূর্ণচন্দ্র
 দত্ত, ঐ; অম্বিকা চরণ দে, মুইর সেন্ট্রাল কলেজ; দেব
 শঙ্কর দে, ফি চার্চ ইনস্টিটিউসন; যুগল কিশোর
 দে, হুগলী কলেজ; গোলক চন্দ্র ধর, প্রেসি-
 ডেন্সি কলেজ; হুগাপ্রসাদ, পাটনা কলেজ; ফজল
 রাসুন, বেরিলী কলেজ; গোবিন্দ লাল ঐ; রজনীনাথ
 গঙ্গোপাধ্যায়, ঢাকা কলেজ; অপূর্ব কৃষ্ণ ঘোষ, মেডি-
 কেল কলেজ; বরদা প্রসাদ ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ;
 হরিদাস ঘোষ, হুগলী কলেজ; উমানাথ ঘোষাল, প্রে-
 সিডেন্সি কলেজ; অর্চল বিহারি মিত্র ঐ; হরেন্দ্র
 নাথ মুখোপাধ্যায় ঐ; হরিলাল মুখোপাধ্যায়, ক্যাথি-
 ডেনমিসন কলেজ, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জেনারেল আ-
 সেমবিলিজ ইনস্টিটিউসন, ককণা সিন্ধু মুখোপাধ্যায়
 প্রেসিডেন্সি কলেজ, মধুনাথ মুখোপাধ্যায়, হুগলী
 কলেজ, মুনসী লাল দিল্লি কলেজ; ত্রৈলোক্য মোহন নে-
 উগি, প্রেসিডেন্সি কলেজ; শিব দত্ত পাণ্ডে, বে-
 নারস কলেজ; প্রয়াগ নাথ পাটনা কলেজ, বিপিন চন্দ্র
 রায় প্রেসিডেন্সি কলেজ, যোগেশ চন্দ্র রায় ঐ,
 সতীশ চন্দ্র রায়, ঐ; কেদার নাথ রায়, ঢাকা কলেজ,
 কেদারনাথ সান্যাল, হুগলী কলেজ, নতা গোপাল সর
 কার, ফি চার্চ ইনস্টিটিউসন, বসন্ত কুমার সেন, ঢাকা
 কলেজ, শালগ্রাম সিং, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হরিমোহন
 সিং, ঐ, মতিলাল সিং, ঐ, হরি মোহন সুর, হুগলী
 কলেজ, সায়দ আলি, পাটনা কলেজ।

তৃতীয় শ্রেণীতে—রামকুমার বসাক, ঢাকা
 কলেজ, প্রমথনাথ বসু, প্রেসিডেন্সি কলেজ,
 রাজ কুমার ভট্টাচার্য্য, ফি চার্চ ইনস্টিটিউসন,
 কালীদাস চৌধুরি, জয়নারায়ণ কলেজ, মধুসূদন
 চৌধুরি, শিক্ষক পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরি, ক্যাথিডেন
 মিসন কলেজ, অম্বিকাচরণ দত্ত, ফি চার্চ ইনস্টিটিউসন
 লাল বিহারী দত্ত, মুইর সেন্ট্রাল কলেজ, অপূর্ব কুমার
 গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, অঘোর নাথ হাজরা
 ঐ, আশুতোষ লাহিড়ী, জেনারেল এসেমবিলিস ইনস্টি-
 টিউসন, লাটু লাল মল্লিক, ফি চার্চ ইনস্টিটিউসন,
 কলিকাতা, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, জেনারেল এসেম
 বিল্বে ইনস্টিটিউসন যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কি
 চার্চ ইনস্টিটিউসন, কলিকাতা যোগেন্দ্রনাথ মুখো-
 প্যাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজ; কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
 ঐ কুমদিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, জেনারেল এসেমবিলিস
 ইনস্টিটিউসন; অভয়চন্দ্র পাল, শিক্ষক; ননি
 গোপাল পাল, ক্যাথিডেন মিসশন কলেজ; হরিনাথ
 পালিত ঐ ব্রজনাথ রায়, জেনারেল এসেমবিলিস
 ইনস্টিটিউসন, মহেন্দ্রনাথ সরকার ফি চার্চ ইনস-
 টিটিউসন; কানাইলাল শিল মেডিকেল কলেজ; প্রয়াগ
 সিং বানারস কলেজ; মুরারিলাল সেন জেনারেল এসেম-
 বিলিস ইনস্টিটিউসন হেমচন্দ্র সুর ঐ।

স
—
Nov
i
e
c
t
v
l
a
i

—শুনা বাইরেছে আশাশুভদিগের রাজার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু এটা কত দূর সত্য তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই। মুক্তের এখন পর্যন্ত অবস্থান হয় নাই।

—রাজ্যের একজন উকীল এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করিতে সাহায্য করার আদালত তাহাকে সমপেণ্ড করিয়াছেন।

—ইতর শ্রেণীর চীনেরা ইংরেজ দিগকে “রাজ্য চুলো গরতান” বলিয়া ডাকে। সম্প্রতি হংকঙ্কের একটা আদালতে এক জন চীন সাক্ষ্য দিবার সময় অনবরত ইংরাজদিগকে এই আখ্যা দেয়। এই নিমিত্ত তাহাকে দশ টাকা জরিমানা করা হয়।

—এবার গ্রীষ্মের সময় ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট লিমলায় গমন করিতেছেন না। আশঙ্কিত ছুর্ভিক্ষ ইহার কারণ।

হিন্দুস্থানী বন্দন ১৩। ১২ দিন
ঢাকার শ্রীকৃষ্ণ এন, পি, পোগস সাহেবের বাড়িতে দুই ব্যক্তির মল্ল যুদ্ধ হয়। তামাসা দোখবার জন্য অনেক লোক আইসে। ইংলিস নামক এক জন ইংরেজ ইসক নামক মুসলমানকে এই স্থান হইতে বাহিরে ষাইতে অনুরোধ করেন, সে তাহা শুনে না; ইহাতে তিন ক্রোধাক্ত হইয়া তাহাকে মৃত্যু মারিতে যান। ইসক তুল্যত ব প্রদর্শন করে। সাহেব আরো ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ইসককে আক্রমণ করেন, তখন ইসকের পিতা রহমত খাঁ পুত্রের বিপদ দেখিয়া অগ্রসর হয়। ইংলিস রহ তের নাসিকা চূর্ণ এবং ইসকের নানা স্থানে আঘাত করিয়া ক্ষত্ব হন। ইহাতে দর্শক মুসলমানবৃন্দ ইষদ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে প্রসিদ্ধ পোগস সাহেবের বাড়িতে এ ঘটনা হয়, নচেৎ ইংলিসের নাসিকা থাকিত কি না বলা যায় না। পুলিশের কর্তৃপক্ষ অনেক প্রকারে সেই গোল নিবারণ করিয়া ইংলিসকে উদ্ধার করেন, কিন্তু মুসলমানগণ ইংলিসকে কখনই পরিত্যাগ করিবেনা এটা নিশ্চয় জানিয়া ইংলিস হয় তব্দু বাকবের কথায় নিতান্ত ভীত হইয়াছেন, সুতরাং বিনয় সহকারে বিপক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। ইংলিস বেরা কার্য করিয়াছেন, তাহার উপরও সেই কার্য হইতে পারে, এই আশঙ্কা থাকতেই ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অন্যথা একজন পদস্থ হিন্দুকে প্রহার করিলে কখনই একা কখন প্রার্থনা করিতে বাইতেন না।

—গবর্নমেন্ট নিয়ম করিয়াছেন যে ১৮৬৫ সালের ২০ আইনানুযায়ী উক্ত ও নিম্ন শ্রেণীস্থ উকীলরা ওকালতী ব্যবসায়ের সঙ্গে সব্বজিভ্রারের কার্য করিতে পারিবেন।

—পাথর কাটবার জন্য আমেরিকার একন খানি হীরার করাত নির্মিত হইয়াছে।

—ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে মক্কাবলে যে যে স্থানে স্কুল আছে সে সে স্থানে মাসিক ৩০ টাকা ব্যয়ে একটা একটা ডাকঘর স্থাপিত হয়। লেঃ গবর্নর এই প্রস্তাবটির বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

—মেঃ মেলায় ওরফে মেঃ আঃ দুলা রহমতকে দুইটা গবর্নমেন্ট ও ইংরাজেরা কাকরে পাড়িয়াছেন। তিনি তাহার পুত্র স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া একটা

মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি খৃস্টান হইয়া দুই বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে পেনালকোড অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিবার কোন উপায় নাই। পেনালকোডে দুই বিবাহ সম্বন্ধে এই বিধান আছে যে, যে যেরূপে দুই বিবাহ করা নিষিদ্ধ সেই ধর্ম অবলম্বী ব্যক্তি দুই বিবাহ করিলে দণ্ডীয় হইবে। কিন্তু মুসলমান ধর্মে দুই কি বহু বিবাহ করা নিষিদ্ধ নহে, এবং মেলভিল সাহেব মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া দুই বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং আইনানুযায়ী তিনি দণ্ডীয় হইতে পারেন না। খৃস্টমতাবলম্বীরা এইরূপে দুই বিবাহ না করিতে পারেন, এই জন্য গবর্নমেন্ট আর একটা আইন করিতে ষাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে মেলভিল সাহেব রাগিতোছেন না কেননা আইন

বিধানের রূত কার্যে ষাইতে না। মেলভিল সাহেব সম্বন্ধে একটি ঘটনা হইয়াছে যে তাঁহার নুতন বিবাহিতা অল্প বয়স্ক স্ত্রীর মাতা অতি রূপ বতী। সে মেলভিল সাহেবের সহিত এক গৃহে অবস্থিত করে। সে মেলভিল সাহেবের একজন খানসামার স্ত্রী ছিল, কিন্তু খানসামা তাহাকে পরিত্যাগ করে, এবং এই পরিত্যাগ সম্বন্ধে গোন ব্যক্তিঃ ২ হাজার টাকা ব্যয় পড়ে। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট পঞ্জাব গবর্নমেন্টকে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয় জানাইতে আদেশ করিয়াছেন যে মেলভিল সাহেব এক জন ইংরাজ ভ্রাতৃলোক ও সিভিলিয়ান হইয়া এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে তাহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে কিনা।

—সিমলায় তিনটা ইংরাজ কন্যা একত্রে বান করেন। তাহাদের সঙ্গে কোন পুরুষ অভিভাবক নাই। ইহাদের সকলের কনিষ্ঠাটী অতিশয় স্নান্দরী। সিমলাস্থ একজন বাঙ্গালী বাবু ইহাকে দেখিয়া মাহিত হন—এমন কি একেবারে উন্মত্ত হন। কনিষ্ঠাটী প্রতিদিন অশ্রুস্রাভে একাকিনী ভ্রমণ করিতে ষাইতেন, বাঙ্গালী বাবু প্রতিদিনই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষাইয়া তাহাকে মতৃক নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন—তাহাকে অভিবাদন করিতেন—এমন কি তাহার ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত ধরিতেন। ইংরাজ-কন্যা এই বিষয় তত্ত্ব ডেপুটী কমিসনারকে অবগত করান। ডেঃ কমিসনার একদিন দুই জন কনষ্টেবলকে উক্ত কন্যাটির পশ্চাতে গোপনে গোপনে ষাইতে আদেশ করেন। ইংরাজ-কন্যা যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, বাবু অগনি সেখানে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ প্রেম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কনষ্টেবলরা বাবুকে ধৃত করে। বিচারে বাবুর তিন মাস দ্বাদ ও একশত টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—বালিগঞ্জ গবর্নমেন্ট কর্তৃক একটা অর্ধ প্রদর্শনী মেলায় প্রতিষ্ঠা হয়। আরবীয় অর্থ সকলের মধ্যে গবর্নর জোয়েল প্রদর্শিত ঘোটকটি সর্বোত্তম হয়। তিনি সেই জন্য পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হন, কিন্তু তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

—প্রসিদ্ধ দড়া বাজীর পুত্র ও কোঁতুক অভিনয়ক ডের কারমন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি আরাবেল গডার্ড নামী এক জন প্রামাণ্য ইউরোপীয় প্রায়িকা কলিকাতার আনিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

—শ্যামের রাজা তাহার দেওয়ানকে পদাধীশ হইয়া প্রচলিত করিতে সংকল্প লইয়াছেন। শ্যাম দেশ ইংরাজদের অধিকৃত

—ব্রীটশ ব্রেশ্বের চিকিৎসা কলেজের প্রিন্সিপাল কলিকাতায় আনিয়া গবর্নমেন্ট কর্তৃক পদ উন্নীত করিতেছেন।

—ইংলও হইতে একখানি আনিয়া তাহার আনিবার সময় লোহিত মাংসের অল্প অল্প অংশ জেরা যে সকল জিনিস পত্র উদ্ধার করা হইয়াছিল সে সমুদয় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রী হইয়াছে। এই জিনিস পত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের ডাক বিক্রয়ের নিমিত্ত একটা টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প বোঝাই একটা কনস্ট্রাক্টিভ অফিস মূল্যে এ বাকুটী বিক্রী হইয়াছে। মেলায় লোক চিত্রিত টিকিট দ্বারা ধরসা প্রদর্শিত হইয়াছিল যদি করে কিন্তু কোন ব্যক্তি টিকিটের মূল্যে দুই আনিয়া উহা পুনরায় খরিদ করিয়াছিল। তাহার ভারতবর্ষে রপ্তানি করিতেছে।

—কলিকাতার জঙ্গলদিগের অধিনে যে বাগিকার পদ খালী হইয়াছে তাহার নিমিত্ত ইংলও হইতে এক জন ব্যক্তি আ বদন করিয়াছেন। পেনালকোডে লেসলী সাহেবও এই পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে নিয়মে পদ গ্রহণ করিতে চান, জঙ্গলদিগ তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ার সম্ভবতঃ কেছার সাহেব এই পদে নিযুক্ত হইবেন।

—লিনেপ্‌স সাহেবের মধ্য আনিয়ার যে রেলওয়ে স্থাপন করিবার জন্য সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে ৩২০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবার সম্ভব।

—বোম্বারে সুতা প্রস্তুত এবং কাপড় বানানের নিমিত্ত আরও দুই কল স্থাপিত হইয়াছে।

—কিছু দিন হইল একজন কুলি এক পুত্রকে সন্নিহিত এই রূপ ব্যক্তি করে যে যদি সে কুলি পুত্রকে তাহার গোলাই পুনের উপর হইতে সে কুলি পুত্রকে তাহার পড়িতে পারে। প্রথমে সকলে এ কথা বিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু যখন কুলি পুত্রকে তাহার হইতে প্রকৃতই গোলাইয়ের গুলি তাহার পুত্রকে প্রদান করিল এ কিছু সন্দেহ নাই। কুলি পুত্রের তীরে উঠিল তখন সকলে তাহার হইল। ইউরোপ কি আমেরিকার এই রূপ পুত্রকে হইলে হুলস্থূলু পড়িয়া ষাইত, কিন্তু কুলি পুত্রকে আদৌ হইয়াছে তাহাও কেছ জানেন না। কুলি পুত্রকে দিন পূর্বে একজন সাহেব একটি জাতীয় পুত্রকে হইয়া উক্ত পুত্রের উপর দিয়া ষাইতে ছিলেন। কুলি পুত্রকে ছাতাটা তাহার হস্তচ্যুত হয়। তিনি কুলি পুত্রের নদীর গর্ভে পতিত হন ও তাহার আত্মা কুলি পুত্রকে পাওয়া যায় না।

—বিপদ বখন হয় তখন চারি পুত্রকে তাহার শান্তিপুত্রের এক ব্যক্তির পুত্রকে তাহার পুত্রকে অপব্যয় করিবার মাননে কিছু টাকার প্রদর্শন করে। পিতা পুত্রের চরিত্রে বিরক্ত হইয়া তাহার সংবাদ দেয়। পোলিস পুত্রকে টাকা লুণ্ঠন করে। এবং মাজিস্ট্রিতে তাহাকে চালান করিয়া যখন এক দুই হইয়া উঠে তখন পিতা পুত্রকে তাহার পুত্রকে চৈতন্য হয় এবং প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার সাধনায় নিমিত্ত যত্ন করেন। রাণাধর পুত্রকে পুত্রকে দুই মাস ক্রাটক দেন। পুত্রকে তাহার নিকট আপল করেন। জজ আদালত পুত্রকে খালাশ না দিয়া তাহার মিয়াদ তাহার পুত্রকে হই রংসর করেন। সম্প্রতি পিতা পুত্রকে তাহার পুত্রকে দেওয়া করিতে বান এবং মেলায় কিছু খাদ্য লুণ্ঠন করিয়া পুত্রকে হইয়াছে।

